গণতন্ত্রকে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে।

5.3.4 গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলী (Structure and functions of Gram Panchayat):

পঞ্চায়েত গ্রাম পর্যায়ের একটি নির্বাচিত সংস্থা। পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা একটি ত্রিস্তর কাঠামো রয়েছে, (1) গ্রাম স্তর, (2) ব্লক স্তর এবং (3) জেলা স্তর। গ্রাম স্তরের প্রথম স্তরটি সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম সভা (গ্রাম সমাবেশ) নামে পরিচিত, ব্লক স্তরে দ্বিতীয় স্তরটি পঞ্চায়েত সমিতি হিসাবে এবং তৃতীয় স্তর জেলা পরিষদ হিসাবে জেলা পর্যায়ে। পঞ্চায়েত আইন 1996-এর বিধান অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচন পাঁচ বছরের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সমানুপাতিক আসন সংরক্ষণ রয়েছে এবং মহিলাদের এক তৃতীয়াংশেরও কম আসন নেই। দেশে প্রায় 2 লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, 5500 টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং 600-এরও বেশি জেলা পরিষদ রয়েছে। এই তিনটি স্তরের গঠন নিম্নরূপ—

A. গ্রাম পঞ্চায়েত :

i. পঞ্চায়েতী রাজের কাঠামোয়, গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বনিম্ন একক।

ii. প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। তবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সর্বাধিক 12 টি গ্রাম ও সর্বাধিক 15000 লোকসংখ্যা থাকতে পারে।

iii. পঞ্চায়েতটি মূলত গ্রামের মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়।

iv. গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন পঞ্চায়েত প্রধান ও 7 জন থেকে 25 জন সদস্য থাকতে পারে।

v. গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রামসভার সদস্যদের দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

vi. সরকারের অধীনস্ত কোনও লাভজনক পদে স্থিত ব্যক্তিরা বা সরকারের মন্ত্রীরা ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে না।

vii. গ্রাম পঞ্চায়েতকে গ্রামসভা নামক গ্রামের ভোটারদের এক সংগঠন উন্নয়নের পরামর্শ দেয়। বছরে কমপক্ষে দুবার গ্রামসভা ডাকা হয়।

viii. প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত উপপ্রধান থাকেন। কিছু রাজ্যে পঞ্চায়েত প্রধান সরাসরি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গ্রামসভা দ্বারা নির্বাচিত হন।

ix. পঞ্চায়েত প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্ধতিতে একটি প্রধান অবস্থান দখল করে। তিনি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বিষয় তদারকি করেন।

x. পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েতের নির্বাহী প্রধান হিসাবে কাজ করেন, পঞ্চায়েত সমিতিতে মুখপাত্র হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যক্রম এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমবায়দের মতো সমন্বয় সাধন করেন।

B. পঞ্চায়েত সমিতি :

i. দ্বিতীয় স্তর হল ব্লক স্তর যাকে বলা হয় পঞ্চায়েত সমিতি। এই ব্লক স্তরের নাম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন যেমন— গুজরাটে তালুকা (taluka), কর্ণাটকে তালুকা উন্নয়ন বোর্ড, মধ্যপ্রদেশে জনপদ পঞ্চায়েত, তামিলনাড়ুতে পঞ্চায়েত ইউনিয়ন, অরুণাঞ্চল প্রদেশে অঞ্চল সমিতি প্রভৃতি।

ii. পঞ্চায়েত সমিতি গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নয়নের সমস্ত দিক পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের একক। প্রতিটি গ্রামীণ ব্লককে পরিচালনা করে এই পঞ্চায়েত সমিতি।

iii. সাধারণত একটি পঞ্চায়েত সমিতি অঞ্চল এবং জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে গঠিত হয়। এটি 20 থেকে 60 টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতে পারে। একটি সমিতির অধীনে গড় জনসংখ্যা প্রায় 80,000, তবে এর জনসংখ্যা 35,000 থেকে 1,00,000 পর্যন্ত হতে পারে।

iv. বর্তমান আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। এর সাথে তফসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

v. পঞ্চায়েত সমিতিতে সর্বাধিক তিনজন সদস্য নির্বাচিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধিরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান হলেন সভাপতি।

vi. সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) পঞ্চায়েত সমিতির এক্সটেনশন অফিসার এবং এক্সিকিউটিভ অফিসারের তত্ত্বাবধায়ক হন এবং বাস্তবে এর প্রশাসনিক প্রধান হন।

C. জেলা পরিষদ :

i. জেলা পরিষদ পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার শীর্ষ স্তর।

ii. সাধারণত জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

iii. মহিলা, তফসিলি জাতি এবং তপশিলী উপজাতির সদস্যদের বিশেষ প্রতিনিধি করার বিধানও রয়েছে তবে তারা স্বাভাবিক রূপে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব করেন না।

iv. জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-এর সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন।

v. জেলা পরিষদ, বেশিরভাগ অংশে সমন্বয় ও তদারকির কাজ সম্পাদন করে। এটির এক্তিয়ারের মধ্যে আসা পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে। কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজ্যে, জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিগুলির বাজেট অনুমোদন করে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : a) অবশ্য পালনীয় কার্যাবলী, b) অনান্য এবং c) স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী।

a) **অবশ্য পালনীয় কার্যাবলী—** গ্রামীণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্নলিখিত কাজগুলি করে

i. গ্রামের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ।
ii. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা 5 বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কার্য সম্পাদন।
iii. মানব সম্পদের উন্নয়ন।
iv. পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
v. জল দূষণ রোধ করা।
vi. গ্রামীণ পরিবেশকে পরিছন্ন রাখা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা।
vii. জলনিকাশী ব্যবস্থা উন্নত করা।
viii. রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
ix. বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।
x. গ্রামীণ অঞ্চলে কর, শুল্ক ও উপশুল্ক গ্রহণ করা।
xi. বিভিন্ন সুত্র থেকে আসা অর্থের সঠিক ও সুসংহত খরচ করা।

b) **অনান্য কার্যাবলী—** রাজ্যের সরকার গ্রামীণ স্তরের উন্নয়নের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে থাকে, যা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তব্য রূপে বিবেচিত হয়। এগুলি নিম্নরূপ—

i. গ্রামীণ কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।
ii. গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবারহের দায়িত্ব পালন।
iii. সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প গ্রহণ।
iv. ভূমি সংস্কার।
v. জল দূষণ রোধ করা।
vi. স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা।
vii. প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
viii. কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
ix. ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করা।
x. গ্রামীণ গৃহঋণ ব্যবস্থা চালু করা।

xi. দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা।

xii. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করা।

c) **স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী**– গ্রাম পঞ্চায়েত কিছু কার্যাবলী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিছু দায়িত্ব পঞ্চায়েতকে দিয়ে থাকে। এইগুলি নিম্নরূপ–

i. সমবায় ভিত্তিক কৃষি বিপণন কেন্দ্রের কার্যাবলী উন্নয়ন।

ii. কৃষকদের সরকারি ঋণ পাওয়ায় সহায়তা করা।

iii. কুটিরশিল্প কেন্দ্র পরিচালনা।

iv. গ্রামীণ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প পরিচালনা।

v. জলাশয় সংস্কার।

vi. সেচ খালের সংস্কার।

vii. গ্রামীণ জনগণের স্বার্থে পুকুর, কুয়ো খনন।

viii. গ্রামীণ পাঠাগার স্থাপন।

ix. শ্মশান, কবরখানার রক্ষণাবেক্ষণ।

x. খেলাধূলা পরিচালনা।

xi. বাজার হাট স্থাপন।

xii. কৃষি বিপণন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা।

xiii. বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা।

xiv. গ্রামীণ এলাকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ রাখার পরিকল্পনা করা।

5.3.5 গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস (Sou...

8.1 বেকারত্ব (Unemployment)

যে সমস্ত ব্যক্তি দেশের প্রচলিত মজুরির হারে কাজ করতে রাজি থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না, তাদের বলা হয় বেকার এবং এই অবস্থাকে বলা হয় বেকারত্ব। বেকারত্বের ফলে গ্রামীণ জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এই সমস্যাগুলির ফলে তাদের জীবনধারার মান অনুন্নত হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তি কাজের সুযোগ পাওয়া মানে সে ওই কাজের যোগ্য এবং সে কাজ করতে করতে আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। গ্রামীণ ভারতে বর্তমান বেকারত্বের হার 7.91% (MoRD, জানুয়ারী 2022)।

যখন কোনও ব্যাক্তি চাকরির সন্ধান করবে তখন তাদের কিছু দিক বিবেচনা করে দেখা উচিত। যেমন— পারিশ্রমিক, কাজের অবস্থান, কাজের পরিবেশ, করনীয় কাজটি, কর্মসংস্থানের অন্যান্য কর্মী, দক্ষতা, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রভৃতি। এই দিকগুলি ঠিক থাকলে মানুষ কাজে নিযুক্ত হয় এবং সঠিক পর্যায় না থাকলে তাদের কাজের বা চাকরির সন্ধানে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

8.1.1 গ্রামীণ ভারতে বেকারত্বের কারণ (Causes of unemployment in rural India) :

i. **শিক্ষাগত প্রত্যাশা বৃদ্ধি :** বর্তমানে ভালো সংস্থা, সংগঠন, কোম্পানীগুলিতে কাজ করতে গেলে উচ্চ শিক্ষিত হতে হয়। ভালো পারিশ্রমিক এবং ভালো সংস্থায় কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য মানুষকে উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি নিরক্ষর এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় তারা কাজের সুযোগ পায় না। তাই বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কাজ পাচ্ছে না।

ii. **সাধারণ সাক্ষরতার দক্ষতার অভাব :** প্রাথমিক শিক্ষা বলতে বোঝায় পড়া, লেখা ও গণনা করার ক্ষমতাকে। একজন ব্যক্তি প্রাথমিক বিদ্যা অর্জন করতে না পারলে, সে বাড়ির কাজ যেমন সঠিক ভাবে করতে পারে না, ঠিক তেমনই অন্যান্য কার্যকলাপও পারে না। নিরক্ষরতার জন্য মানুষ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সমস্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়া তারা প্রাথমিক শিক্ষার অভাবের জন্য ভালো কাজও পায় না।

iii. **পরিবার ও গৃহস্থালীর দায়িত্ব :** গ্রামের মেয়েরা ঘরের কাজ শেষ করে বাইরের কোনো কাজ করতে পারে না কারণ তাদের ঘরের সমস্ত কাজ একা করতে হয়। মহিলাদের ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনাতে গুরুত্ব না দিয়ে ঘরের সমস্ত কাজ শেখানো হয়, যার ফলে তাদের পরবর্তী কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ থাকে না।

iv. **যথাযথ কাজের ঘাটতি :** সম্মানজনক কাজের ঘাটতি কর্মসংস্থানের সুযোগগুলির সঙ্কুচিত করে। গ্রামের মানুষ সম্মানজনক কাজ পেতে চায়। কিন্তু তাদের নিরক্ষরতা অথবা স্বল্প শিক্ষার জন্য তারা ভালো সম্মানজনক কাজের সুযোগ পায় না। তারা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চ শারিরীক শ্রমের কাজ পায়। যারা এই কাজ করতে চায় না, তারা বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়ে।

v. **তথ্যের অভাব :** ভারতের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারন সাধারণত কৃষিকাজ এবং মিশ্রকৃষিতে পেশাগত ভাবে নিযুক্ত। এই সব ক্ষেত্রগুলি থেকে অর্থ উপার্জন খুব কম হয়। এর ফলে তারা অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যত্র কাজ পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন কাজ, কর্মসূচী, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য তাদের কাছে না থাকায় তারা কাজের সুযোগ হারায়।

vi. **স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অসুস্থতা :** ভিন্ন কাজ করার জন্য ব্যক্তিদের সঠিক পরিমাণে পুষ্টির প্রয়োজন এবং সুস্থ থাকার প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যতার জন্য অপুষ্টি ও অসুস্থতায় ভোগে। এই শারীরিক সমস্যার এবং অসুস্থতার জন্য গ্রামের দরিদ্র মানুষ দৈহিক শ্রমের কোনো কাজ করতে অক্ষম হয়, ফলে তারা কাজের সুযোগ হারায়।

vii. **দক্ষতার ঘাটতি :** প্রত্যেকটি ব্যক্তি যে ধরনের কাজ করতে ইচ্ছুক, তাকে সেই কাজে অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত। যার ফলে তারা কোনও নির্দিষ্ট কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে না। কাঠের মিস্ত্রিকে তার কাজ ভালভাবে চালু করার জন্য অবশ্যই কাঠের প্রায় সমস্ত রকম কাজ শিখতে হবে, না হলে ধীরে ধীরে তার কাজ হারাবে। গ্রামের মানুষের নির্দিষ্ট কাজের দক্ষতার ঘাটতি বেকারত্ব সৃষ্টি করে।

viii. **কাজের প্রশিক্ষণের অভাব :** গ্রামের মানুষ সাধারণত অশিক্ষিত এবং অদক্ষ। যখন তারা কাজে নিযুক্ত হয় তখন তাদের সেই সংস্থা নিজস্ব দ্বায়িত্বে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। যারা প্রশিক্ষণে শিক্ষাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে অক্ষম তাদের কাজ থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তারা বেকার হয়ে পড়ে।

গ্রামীণ ভারতের বেকারত্বের পরিসংখ্যান (Unemployment statistics of rural India) :

8.2 দারিদ্র্য (Poverty)

বিশ্বব্যাংকের মতে, দারিদ্র্য হলো সুস্বাস্থ্যে অভাব ও বেঁচে থাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বঞ্চনার পরিস্থিতি, যার অনেকগুলো মাত্রা রয়েছে। এই সকল মাত্রাগুলির এর মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয় এবং মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পণ্য ও পরিষেবাগুলি অর্জনে অক্ষমতা। এছাড়াও দারিদ্র্য অবস্থাটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার নিম্ন অবস্থা, বিশুদ্ধ জল এবং পয়প্রণালীর দুর্বল প্রাপ্যতা, অপর্যাপ্ত শারীরিক নিরাপত্তা, মতামত প্রদানের অক্ষমতা এবং জীবন উন্নত করার সুযোগ তৈরির অক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। (Poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one's life.)

বিশ্বব্যাংকের মতে, যদি একজন ব্যক্তি প্রতিদিন $1.90 বা তার কম আয় করে থাকেন, তাহলে তিনি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছেন এবং বর্তমানে বিশ্বের 767 মিলিয়ন মানুষ এই শ্রেণীর আওতায় পড়ে। সর্বশেষ প্রকাশিত সরকারী তথ্য অনুসারে, 2011 সালে, ভারতে 268 মিলিয়ন মানুষ প্রতিদিন $1.90 এর কম আয়ে বেঁচে ছিল। ভারতে দারিদ্র্যসীমা নির্ধারিত হয় 13টি প্যারামিটারের সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা প্রতি 5 বছর অন্তর গণনা করা হয়। শহরাঞ্চলের জন্য মাসে মাথাপিছু 962 টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় মাসে মাথাপিছু 768 টাকা রোজগার হল দারিদ্র্যসীমার মাত্রা। ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ মানুষই দরিদ্র। ভারতে সাধারণত গ্রামীণ জনসাধারণরাই দরিদ্র হয়। ভারতের গ্রামীণ দারিদ্র্য হার 1993 সালের 50.1%, যা 2011 সালে ছিল 25.7%। 2021 সালের 30 শে ডিসেম্বর NITI AYOG এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য হার 32.75%, যেখানে- শহরের দারিদ্র্য হার মাত্র 8.81%। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের তথ্যের বিশ্লেষণে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশাতে গত কয়েক বছরে দারিদ্র্য হার তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামে নমশূদ্র জাতি ও উপজাতি, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক এবং ছদ্ম শ্রমিকরা দারিদ্রতার শিকার হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্রতার কারণ হল আর্থিক সংকট, বাসস্থানহীনতা, সম্পদের ঘাটতি প্রভৃতি। দারিদ্রতা এক অতি জটিল বিষয়। দারিদ্রতার জন্য গ্রামীণ ভারতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি হয়। গ্রামীণ জনসাধারণ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শহরে আসে কিন্তু এখানে এসে তাদের জায়গা হয় বস্তিতে বা খোলা আকাশের নীচে। এইভাবে দারিদ্রতা হ্রাস পায় না বরং যারা দরিদ্র তারা পুনরায় দরিদ্রই থেকে যায়।

8.2.1 ভারতের দারিদ্রতার কারণ (Causes of poverty in India) :

i. **বেকারত্ব :** ভারতে দারিদ্র্যতার একটি অন্যতম কারণ হল বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্মহীন তথা বেকার জনসাধারণের আধিক্য থাকে বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম হয়। কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর ছদ্মবেকারত্ব দেখা যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে চাকরির সুযোগ খুব কম থাকায় বেকারত্বের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। অর্থাৎ দেখা যায় যে বেকারত্বের সাথে দারিদ্রতার তীব্রতার সম্পর্ক ধনাত্মক।

ii. **স্বল্প রোজগার :** গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মিশ্রকৃষি ও কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত। এই কাজগুলি দ্বারা খুব বেশি অর্থ উপার্জন হয় না। বিশেষত এই শ্রমিকরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুনাফা অর্জনের জন্য অপেক্ষা করে, তবে অন্যান্য সময়ে তাদের দারিদ্রতায় দিন কাটে।

iii. **নিরক্ষরতা ও অসেচতনতা :** শিক্ষা মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটায়। যার ফলে মানুষ দক্ষ হয়ে ওঠে। আর সচেতনতা মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু গ্রামে অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও অসচেতন হওয়ায় তারা কর্মসংস্থানের বা কাজের সুযোগ পায় না ফলে দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হয়।

iv. **প্রাকৃতিক বিপর্যয় :** প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতি গ্রামের জনসাধারণের হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানুষরা বাড়িঘর, সম্পত্তি সব হারায়। এর ফলে তারা সব হারিয়ে দরিদ্র হয়ে যায়।

v. **অনুপযুক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা :** গ্রামের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর ও অসেচতন হওয়ায় তারা অর্থের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ মানুষই আর্থিক ব্যবস্থাপনা কিভাবে করতে হয় তা জানে না। ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয়-এর বিষয়ে তারা অজ্ঞ। তারা সঠিক প্রক্রিয়ায় অর্থ সঞ্চয় না করতে পারায় তাদের জীবনে দারিদ্রতার প্রভাব দেখা যায়।

vi. **ঋণ গ্রহণ :** গ্রামের জনগণ বিভিন্ন কারণে ঋণদানকারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। অধিকাংশ মানুষ নিজস্ব ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু পরে এই ঋণ শোধ দিতে তাদের খুব পরিশ্রম করতে হয়। বিশেষত ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলে সেই সময়ে ঋণ শোধ করা খুবই কষ্টের। এই ঋণ শোধ করতে গিয়ে তারা তাদের সহায় সম্বল বিক্রি করে, ফলত: তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে।

vii. **বৃহৎ পরিবার :** গ্রামে এক একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে থাকে। যেখানে শহরের পরিবারগুলির সদস্য সংখ্যা অনেক কম। শহরে পরিবারগুলিতে এক থেকে দুজন শিশু সদস্য থাকে, সেখানে গ্রামের পরিবারগুলিতে ছয়জনের উপরেও শিশু সদস্য থাকে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অল্প আয়ের কর্মে নিযুক্ত হওয়ায় পরিবারের এত সদস্যের ভরণপোষণ করতে গিয়ে দারিদ্র্যতার সম্মুখীন হয়।

viii. **পরিব্রাজন :** গ্রামের মানুষরা উন্নত জীবনযাপনের জন্য শহরে চলে আসে। কিন্তু অধিকাংশই সঠিক কাজ না পেয়ে বস্তিতে বা খোলা আকাশের নীচে বসবাস করে। তাই গ্রামীণ জনসাধারণের প্রথমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ix. **অন্যান্য কার্যে অংশগ্রহণ :** গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ ও কুটির শিল্পে পেশাগতভাবে নিযুক্ত। এইসব ক্ষেত্রে অর্থ খাটানোর পর যদি উৎপাদিত সামগ্রী থেকে যদি লাভ না হয় তাহলে তাদের মূলধন নি:শেষিত, ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দরিদ্র পরিবারগুলিতে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য ভারত সরকারের অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি এবং স্কিম চালু করা হয়েছিল।

8.2.2 ভারতে দারিদ্র্যসীমার ...

8.3.2.3 মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন(Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- MGNREGA) : জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুরক্ষা আইন "National Rural Employment Guarantee Act", 2005 (NREGA)-এর পরিবর্তিত নাম "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act", 2006 (MGNREGA)। এটি হল একটি ভারতীয় শ্রম আইন, যার উদ্দেশ্য হল সামাজিকভাবে মানুষের কাজের অধিকারকে সুরক্ষিত করা ('right to work')। এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকায় একটি আর্থিক বছরে প্রতিটি বাড়ির প্রশিক্ষণহীণ প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের জন্য 100 দিনের কাজের ব্যবস্থা করা এবং তার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় মানুষের জন্য জীবিকার সংস্থান করা হয়। প্রকল্পটি প্রথম শুরু হয়েছিল 2006 সালের 2রা ফেব্রুয়ারি, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 200টি জেলাকে নিয়ে এবং 2008 সালের 1লা এপ্রিল এটি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের World Development Report 2014 এই প্রকল্পকে "Stellar example of Rural Development" অর্থাৎ গ্রামীণ উন্নয়নের নক্ষত্রখচিত উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন-এর আর একটি লক্ষ্য হল সামাজিক সম্পদ (যেমন রাস্তা, খাল, পুকুর এবং কূপ) তৈরী করা। এই আইনের আওতায় একজন আবেদনকারীকে তার আবাসনের পাঁচ কিমি-এর মধ্যে কর্মসংস্থান সরবরাহ করতে হবে এবং সর্বনিম্ন মজুরি দিতে হবে। যদি আবেদনকারীকে 15 দিনের মধ্যে কাজের যোগান না দেওয়া যায় তবে আবেদনকারীর বেকার ভাতা পাওয়ার অধিকার থাকবে। এইরূপে, MGNREGA হল কর্মের ক্ষেত্রে একটি আইনি অধিকার । এই আইনকে প্রধানত বাস্তবে রূপায়িত করে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এতে ঠিকাদারদের নিযুক্তি বেআইনি। এই আইনটি প্রকৃতপক্ষে গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রদান করে ,গ্রামীণ সম্পদ বৃদ্ধি করে, পরিবেশ সুরক্ষায় সাহায্য করে, গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে, গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের পরিমাণ হ্রাস করে এবং সামাজিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

1960 সালের পর থেকে প্রায় 30 বছর ধরে ভারতের গ্রামীণ এলাকার কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিকল্পনা থেকে ভারত সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। 'Rural Manpower

programme' আর্থিক পরিচালনার পাঠ শিখিয়েছিল, 'Crash Scheme for Rural Employment' থেকে
সঠিক ফলাফলের জন্য পরিকল্পনা করতে শিখিয়েছিল, 'Drought Prone Area programme' অখণ্ড গ্রামীণ
উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে শিখিয়েছিল, 'Marginal Farmers and Agricultural Labouers scheme'
থেকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে শিখিয়েছিল, 'Food for Work Programme' (FWP)
থেকে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে শিখিয়েছিল, 'National
Rural Employment Programme' (NREP) থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে শিখিয়েছিল
এবং 'Rural Landless Employment Guarantee Programme' (RLEGP) ভূমিহীন পরিবারগুলিতে
মনোনিবেশ করতে শিখিয়েছিল ইত্যাদি।

1986 সালের 1লা এপ্রিল ভারত সরকার NREP এবং RLEGP এই দুটি প্রকল্পকে মিলিতভাবে একটি
নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যা Jawahar Rozgar Yojna (JRY) নামে পরিচিত। এটি গ্রামের খাদ্যসুরক্ষা
ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল।
1993 সালের 2 রা অক্টোবর স্বল্প কৃষির ঋতুতে কৃষকদের হাতে কর্মসংস্থান দেওয়ার জন্য তৎকালীন
প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও দ্বারা কর্মসংস্থান আশ্বাস প্রকল্প ('Employment Assurance scheme—
ESA) শুরু করা হয়েছিল।

2001 সালের জানুয়ারী মাসে সরকার 1977 সালের পুরোনো প্রকল্প Food for Work Programme
(FWP) কে প্রকাশ্যে আনা হয় যা কর্মের বিনিময়ে খাদ্যের অধিকারকে সুরক্ষিত করেছিল।
25 সেপ্টেম্বর 2001-এ গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মসংস্থান, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং খাদ্য সুরক্ষা রূপান্তর করার জন্য,
ভারত সরকার Employment Assurance Scheme (EAS) এবং Jawahar Gram Samridhi Yojana
(JGSY) কে একটি নতুন প্রকল্প Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) তে সংহত করেছে।
নতুন এই প্রকল্প গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান, গ্রামের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং খাদ্য সুরক্ষা প্রদান
করেছিল। পরবর্তী সময়ে 2006 সালে MGNREGA প্রকল্পটি উপরিউক্ত পূর্ববর্তী প্রকল্পগুলির বাস্তব সমস্যার
সমাধানগুলিকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করে।

উদ্দেশ্য (Objective) : মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি অ্যাক্টের (MGNREGA) নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য রয়েছে :

i. গ্রামীণ এলাকার অশিক্ষিত শ্রমকে 100 দিনের গ্যারান্টিযুক্ত মজুরির কর্মসংস্থান সরবরাহ করা।
ii. অর্থনৈতিক সুরক্ষা বাড়ান।
iii. গ্রাম থেকে শহুরে অঞ্চলে শ্রমের স্থানান্তর হ্রাস।

সামগ্রিকতা (Overview) : ভারতবর্ষের একদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2007-2012) অনুযায়ী ভারতে
30 কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে, যাদের দৈনিক আয় 1 ডলারেরও কম। এই জনসংখ্যার
অধিকাংশই গ্রামীণ এবং তাদের বেশির ভাগ কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী মানুষেরা টানা প্রতিবছর টানা 3 মাস
কর্মহীন থাকে। NDA সরকার ভারতের বৃষ্টি বহুল এলাকাগুলিতে 150 দিনের কাজের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ
করে। এই আইনের সামগ্রিকতাগুলি নিম্নরূপ—

i. আইন অনুযায়ী কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে নাম নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া চলতে
থাকে এবং আবেদনপত্র জমা হওয়ার 15 দিনের মধ্যে বেতনভুক্ত কাজের যোগান আবশ্যক করা হয়। বিভিন্ন
পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের মধ্যে '120 দিন কাজ প্রতি পরিবার' এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

ii. এই আইনের মাধ্যমে যে কাজগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয় সেগুলি হল— জলসংরক্ষণ এবং জলসেচ, খরা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাশয়গুলির সংস্কার, জমির উন্নতি, গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

iii. আইনটি মজুরি-উপাদান অনুপাতের ন্যূনতম সীমা 60:40 হিসাবে নির্ধারণ করে। আইন অনুসারে কাজের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রকৌশলীর অধীনে কাজ চালানো হয় এবং সপ্তাহের শেষে কাজের হিসাব নেবার ব্যবস্থাও আছে।

iv. আইনটি কাজের ভিত্তিতে ও লিঙ্গের ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে। রাজ্যগুলিকে এই উদ্দেশ্যে কাজ ভিত্তিক মজুরির মানদণ্ড ঠিক করতে হয়। কোনো ব্যক্তির নাম নথিভুক্তকরণের 15 দিনের বৈধ সীমাতে যদি কাজটি না দেওয়া হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই বেকার ভাতা দিতে হবে।

v. এই আইনের আওতাধীন কাজের জন্য এই স্কিমটি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থায়নে অনুমোদিত যা শ্রমের সম্পূর্ণ ব্যয় এবং সামগ্রীর ব্যয়ের 75% বহন করে।

vi. আইনটিতে বলা আছে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রকল্পের কাজের জন্য একটি একক ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রাখবে যা জনসাধারণের অধীনস্থ থাকবে। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রচারের জন্য, আইনটি 'অ্যাকাউন্টগুলির মাসিক স্কোয়ারিং'-এর আদেশ দেয়। জনগণের নজরদারির মাধ্যমে জনগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে, আইনটির বাস্তবায়নের মূল হিসাব 'সামাজিক নিরীক্ষা' বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

vii. এই আইনের সর্বাধিক বিস্তারিত অংশ (দশম ও একাদশ অধ্যায়ে) স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয় রয়েছে যা রাষ্ট্রের, জনগণের নজরদারি এবং সর্বোপরি সামাজিক নিরীক্ষার ভূমিকা রাখে।

viii. ফলাফলের মূল্যায়নের জন্য, আইনে গ্রাম, ব্লক এবং রাজ্য স্তরের বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির দ্বারা কর্মসংস্থান, জব কার্ড, সম্পদ, মাস্টার রোলস এবং অভিযোগ সম্পর্কিত অভিযোগ যেমন ডেটা এবং রেকর্ড সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

ix. আইনটি তথ্যের অধিকার বহাল রেখে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, রাষ্ট্রীয় আইনসভার জন্য Central Employment Guarantee Council (CEGC) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং শারীরিক নিরীক্ষার পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় বাধ্যতামূলক আর্থিক নিরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার উল্লেখ করে, নিরীক্ষা রিপোর্টের উপর পদক্ষেপ নেওয়া, নাগরিকের সনদ বিকাশ করা, সতর্কতা ও নিরীক্ষণ কমিটি স্থাপন করা এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার বিকাশ করে।

x. এই আইনের সমগ্র পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটি গ্রাম, ব্লক ও রাজ্যস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজের জন্য রাজ্যগুলিকে স্বচ্ছ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয় এবং এই কাজের বাৎসরিক রিপোর্ট Central Employment Guarantee Council (CEGC)-এর মাধ্যমে পার্লামেন্টে পেশ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

xi. এই আইনটি জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে 'প্রযুক্তিগত সংস্থান সহায়তা গোষ্ঠী' (Technical Resource Support Groups) স্থাপন এবং আইনের বাস্তবায়নে গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য 'মনিটরিং এবং ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)' এবং একটি NREGA ওয়েবসাইট তৈরীর মতো তথ্য প্রযুক্তির সক্রিয় ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

xii. আইনটি অন্যান্য কর্মসূচির সাথে NEREGA কে একত্রিত করার অনুমতি দেয়। NEREGA যেমন 'অতিরিক্ত কর্মসংস্থান' সৃষ্টির মনস্থ করে, একইসাথে আইনটি অন্যান্য প্রোগ্রামগুলির দ্বারা সরবরাহিত কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব ফেলে না।

Development Bank)

9.1.1 ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট — নাবার্ড (National Bank for Agriculture and Rural Development — NABARD) : ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (নাবার্ড) হল ভারতের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিক শীর্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Finance) এখতিয়ারাধীন। নাবার্ড ব্যাঙ্ককে ভারতের গ্রামীণ এলাকায় কৃষি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণের নীতি, পরিকল্পনা এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিষয়গুলির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নাবার্ড ভারতের গ্রামগুলিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

1981 সালে এদেশে 'ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্ট' (সংসদ আইন 61) পাস করা হয়। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য 1982 সালের 12ই জুলাই তারিখে শিবরন্ম কমিটি সুপারিশে নাবার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (Agriculture Credit Department-ACD) ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ও ক্রেডিট সেল (Rural Planning and Credit Cell – RPC এবং Agricultural Refinance and Development Corporation – ARDC-কে প্রতিস্থাপন করেছে এই সংস্থার বর্তমান অনুমোদিত শেয়ার মূলধন হল 30,000 কোটি টাকা। নাবার্ড-এর আন্তর্জাতিক প্রধ

সহযোগী হল বিশ্বব্যাংক(World Bank)। ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নাবার্ড কাজ করে ও বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থার সাথে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

গ্রামীণ উন্নয়নে নাবার্ড এর ভূমিকা (Role of NABARD in Rural Development) : NABARD এর কার্যকলাপকে মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

i. অর্থ সংক্রান্ত কার্যকলাপ
ii. উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ
iii. উন্নয়ন তত্ত্বাবধান বিষয়ক কার্যকলাপ

2022 সালের মে পর্যন্ত, নাবার্ড দেশের মোট 4000 টি অংশীদার সংস্থার সাথে 32 টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছে। এই সংস্থার সামগ্রিক কাজকর্ম নিম্নরূপ :

i. নাবার্ড গ্রামীণ ঋণ পরিচালনার শীর্ষ আর্থিক সংস্থারূপে কাজ করে।
ii. গ্রামীণ উন্নয়নে যে সকল অর্থায়ন সংস্থাগুলি (বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংক) ঋণ সরবরাহ করে, সেই সকল সংস্থাগুলির ঋণ প্রদান পদ্ধতিটিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে নাবার্ড।
iii. গ্রামীণ অঞ্চলে বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলির অর্থায়ন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য নাবার্ড এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে।
iv. ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা স্তরের জাতীয় ব্যাংকগুলি শক্তিশালী করার জন্য নাবার্ড আর্থিক সাহায্য করে, এবং এই সকল জাতীয় ব্যাংকগুলির সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলির সংহতি বজার রাখার কাজ করে।
v. নাবার্ড বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারকে গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ঋণ প্রদান করে।
vi. ভারতের গ্রামাঞ্চলের অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য নাবার্ড সরাসরি রাজ্য সরকারকে প্রত্যক্ষ আর্থিক ঋণ প্রদান করে।
vii. গ্রামীণ ব্যাংকের লাইসেন্স পুনরায় নবীকরণের বিষয়টি নাবার্ড নিয়ন্ত্রণ করে।
viii. সংস্থাটি গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে এবং ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি শীর্ষ অর্থায়ন সংস্থা হিসাবে কাজ করে।
ix. সংস্থাটি গ্রামীণ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠন করে ও ঋণ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে ।
x. সংস্থাটি গ্রামীণ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে।
xi. সংস্থাটি গ্রামীণ অঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ব্যবস্থা করে।
xii. সংস্থাটি গ্রামীণ উন্নয়নের উদ্দেশে ভারত সরকার, রাজ্য সরকার ভারতীয় রিসার্ভ ব্যাঙ্ক এর সাথে যোগাযোগ রেখে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের বিষয় সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে ও গ্রামীণ উন্নয়নের কার্যক্রমের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করে।
xiii. গ্রামীণ উন্নয়নে গৃহীত কোনও প্রকল্পের পুনঃঅর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকে সংস্থাটি পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন করে।

xiv. নাবার্ড সেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনঃঅর্থায়ন করে যেগুলি গ্রামীণ উন্নয়নের বিনিয়োগ করে।

xv. নাবার্ড গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাহায্য করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করে।

xvi. নাবার্ড তার অধ:স্তন সংস্থাগুলির উপর নজরদারী চালায়।

xvii. নাবার্ড গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

xviii. নাবার্ড গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।

xix. নাবার্ড সমগ্র ভারত জুড়ে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক(RRB)-এর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করে।

xx. নাবার্ড ভারতের গ্রামীণ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করে।

xxi. নাবার্ড ভারতের গ্রামীণ এলাকায় সমন্বিত উন্নয়নের উদ্দেশে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে।

xxii. নাবার্ড তার 'SHG ব্যাঙ্ক লিঙ্কেজ প্রোগ্রাম'-এর জন্যও পরিচিত যা ভারতের ব্যাঙ্কগুলিকে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীকে (SHGs) ঋণ দিতে উৎসাহিত করে।

xxiii. সংস্থাটি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারগুলিকে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে।

xxiv. নাবার্ড ভারতের গ্রামগুলিতে সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। সংস্থাটি খাদ্য পার্ক নির্মাণ, হিমঘর তৈরী ও গুদামঘর তৈরীতে বিনিয়োগ করে।

9.3 সমবায় (Co-operative)

সমবায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেটি একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী (International Co-operative Alliance) তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকাতে সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এইভাবে যে, 'সমবায় হল সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন যা নিজেদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষে অংশীদারত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা পরিচালনা করে' (Statement on the Cooperative Identity. Archived 27 November 2020 at the Wayback Machine International Cooperative Alliance.)। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা প্রত্যেক সদস্য দ্বারা সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ও লভ্যাংশের সুবিধা সকলে সমভাবে ভোগ করে।এই সমবায় ভিত্তিক 'সমবায় অর্থনীতি' গ্রামীণ উন্নয়নের বিশেষ অংশ রূপে কাজ করে। সমবায় সমিতি হল একটি সংগঠন যেটি তার সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এই সমবায়ের মূলধন সদস্যদের দ্বারাই একত্রিত হয়। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যাক্তি এই সমবায়ের সদস্য পদ গ্রহণ করে খুব সহজে ঋণ পেয়ে থাকে, ফলে তাকে অন্য কোন ঋণ দাতার উপর নির্ভর করতে হয় না। ভারতে সমবায় গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত কৃষকদের দারিদ্র্য এবং মহাজনদের কবল থেকে বের করে আনা। বর্তমান সময়ে সমবায়ের ভূমিকা কৃষি ঋণের প্রদানের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে। সমবায়গুলি এখন কৃষকদের চাষের বীজ এবং সার সরবরাহ করে। এদেশের আসাম রাজ্যে 9000 টিরও বেশি সংখ্যার সমবায় রয়েছে। সমবায়গুলি বর্তমান সময়ে গ্রামীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতে গ্রামীণ এলাকায় চারটি প্রধান ধরনের সমবায় রয়েছে :

i. প্রাথমিক কৃষি ঋণ বা সেবা সমিতি (The Primary agricultural credit or service societies)
ii. কৃষি ঋণ ব্যতীত কৃষি সমিতি (Agricultural non-credit societies)
iii. সমবায় কৃষি সমিতি (Co-operative farming societies)
iv. অন্যান্য কৃষিভিত্তিক সমবায় সমিতি (Other agro-based cooperative societies)

9.3.1 সমবায় সমিতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ(Salient Features of Co-operative Societies):

i. **স্বেচ্ছাসেবী এবং উন্মুক্ত সদস্যপদ :** সমবায় সমিতি গ্রামীণ সমাজের প্রতিটি সদস্যের কাছে সুগম্য। তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোন সংগঠনে যোগ দিতে বা ত্যাগ করতে পারে। কোনো সদস্য যদি সমবায় থেকে বেরিয়ে যেতে চান, তাহলে তাদের চলে যাওয়ার আগে নোটিশ দিতে হয়। এটি ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে কারও প্রতি কোনও বৈষম্য করে না।

ii. **নিবন্ধন :** সমবায়গুলি সরকারী আইন অনুসারে একটি নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। সঠিক সরকারী নিবন্ধিত সমবায়গুলি তাদের নিজস্ব কার্যাবলী নির্দিষ্ট করতে পারে। এই সকল কার্যাবলীর মধ্যে মূলধন একত্রীকরন ও ঋণ দানের ব্যবস্থাও অন্তর্ভূক্ত।

iii. **সীমিত বিনিয়োগ :** সমবায়ের সদস্যগন দ্বারা বিনিয়োগকৃত সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ সমবায় দ্বারাই সদস্যদের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় যা তাদের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করতেও সাহায্য করে।

iv. **সরকারী তত্ত্বাবধান :** রাজ্য সরকারগুলি সদস্যদের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য নিয়মিত সমবায় সমিতি এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিষ্ঠানকে সব সময় সঠিক হিসাব রাখতে বদ্ধপরিকর। প্রতি আর্থিক বছরে সম্পূর্ণ হিসাব দিতে সমবায়গুলি বাধ্য থাকে।

v. গণতান্ত্রিক নীতি : যেকোনো সমবায় সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের ভোটাধিকার রয়েছে, যার ভিত্তিতে সদস্যরা সভাপতি ও একটি ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন করে যারা সংগঠন পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।

9.3.2 গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায় সমিতির অবদান (Contribution of Cooperative Societies to Rural Economy) : গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নীচের অনুচ্ছেদে বিষয়টি আলোচনা করা হল।

i. সহজ ঋণ সুবিধা প্রদান : সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের ছোট ব্যবসার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় সমিতিগুলির সুদের হার কম এবং নমনীয় পরিশোধের শর্তে থাকার কারণে তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটে। গ্রামীণ উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা তাদের সদস্যদের উচ্চ সুদে ঋণ প্রদানকারী মহাজনদের থেকে রক্ষা করে। ক্রেডিট সমবায়গুলি সদস্যদের সীমিত আর্থিক সংস্থানের কারণে খুবই কম মূলধন একত্রিত করতে পারে। যাইহোক, তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি ও অকৃষি উভয় পেশার কার্যকারিতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ii. নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর জন্য আবাসন সুবিধা প্রদান : গ্রামীণ এলাকায় সমবায়গুলি প্রাথমিকভাবে নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীর লোকদের সাশ্রয়ী মূল্যে আবাসনের সুবিধা পেতে সহায়তা করে।

iii. ভোক্তাদের সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য প্রাপ্তির সহায়তা : সমবায় সমিতিগুলি কোনও কোনও ক্ষেত্রে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে তুলনামূলকভাবে কম দামে নীতি প্রয়োজনীয় পণ্য পেতে সহায়তা করে। সমবায় সমিতিগুলি সরাসরি প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করে এবং তাদের সদস্যদের কাছে বাজার মূল্যের নিচে বিক্রি করে, এইভাবে মধ্যস্থতাকারীদের সম্পৃক্ততা দূর করে। এই সুবিধা লাভের জন্য সমিতির সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

iv. ছোট ব্যবসাকে সহায়তা প্রদান : সমবায় সমিতিগুলি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তাদের উৎপাদন খরচ কমাতে সস্তা হারে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে সহায়তা করে এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। এইভাবে মধ্যস্থতাকারীদের অপসারণ করে বিক্রয় মূল্য হ্রাস করতে উচ্চ লাভের বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

v. সদস্যদের মধ্যে লাভ বিতরণ - গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশকে সেবা প্রদানের জন্যই সমবায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায়ের লভ্যাংশ হিসাবে তাদের সদস্যদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়, যা ঐ সদস্য পরিবারের আর্থিক উন্নতির সহায়ক।

করতে উচ্চ লাভের বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

v. **সদস্যদের মধ্যে লাভ বিতরণ** - গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশকে সেবা প্রদানের জন্যই সমবায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমবায়ের লভ্যাংশ হিসাবে তাদের সদস্যদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়, যা ঐ সদস্য পরিবারের আর্থিক উন্নতির সহায়ক।

9.4 ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (Regional Rural Bank-RRB)

ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (RRB) ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের একপ্রকারের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। 1976 সালের 'ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আইন'(RRB Act 1976)- এর অধীনে 'ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা 'আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' স্থাপনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এক বা একাধিক গ্রামের সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশে এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এখতিয়ারাধীন এবং এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পূর্ণ মালিকানা ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ভারতের গ্রামে আর্থিক পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। সাম্প্রতিককালে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা গ্রাম ও আধা শহুরে অঞ্চলগুলিতে আর্থিক পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা এতটাই

উন্নত হয়েছে যে এই সকল ব্যাংকগুলোতে লকারের ব্যবস্থা, নগদ লেনদেনের ব্যবস্থা, ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা, মোবাইল ব্যাংকিং এর ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর ব্যবস্থা এবং ইউপিআই সার্ভিসের সুবিধাগুলি খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে জনগণ সহজ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে 'প্রথমা ব্যাঙ্ক' ছিল ভারতের প্রথম ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। এটি সিন্ডিকেট ব্যাংক দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত ছিল এবং এর অনুমোদিত মোট মূলধন ছিল 5 কোটি টাকা। এর পরবর্তী পর্যায়ে আরো চারটি ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (RRB) স্থাপিত হয়, সেগুলি হল 'গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' (ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত), 'গোরখপুর ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত), 'হরিয়ানা ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' (পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত), 'জয়পুর নাগৌর আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক' (ইউকো ব্যাঙ্ক দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত)। গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মোট মূলধন গঠনে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার 50%, রাজ্য সরকার 15% এবং পোষক ব্যাঙ্কগুলি 35% দিয়ে থাকে।

প্রাথমিকভাবে এই সকল ব্যাংকগুলির প্রশাসনিক দিক পোষক ব্যাঙ্কটিই পরিচালনা করত, যদিও পরে এটি স্বায়ত্বশাসিত হয়। 1969 সালে ভারতে ব্যাঙ্কশিল্প রাষ্ট্রীয়করণ হয়। দেশের সমগ্র অর্থনীতি গ্রামীণ তথা কৃষিভিত্তিক হওয়ার সত্ত্বেও, গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রটি অসংগঠিত হওয়ার জন্য বিপদ সংকুল তথা অনিশ্চিত ছিল, এমত পরিস্থিতিতে ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে।

9.5.2 স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য (Objectives of Self Help Groups) :

i. কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কার্যকরী সক্ষমতা গড়ে তোলা ।

ii. সম্মিলিত নেতৃত্ব এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা ।

iii. বাজার চালিত হারে গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী সহ জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করা।

iv. সংগঠিত উৎস থেকে গোষ্ঠীর জন্য ঋণ নেওয়ার প্রস্তাব করা।

9.5.3 স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তাৎপর্য (Significance of self-help groups) :

i. **সামাজিক অখণ্ডতা :** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যৌতুক, মদ্যপান ইত্যাদির মতো অভ্যাসগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে।

ii. **লিঙ্গ সমতা :** স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরী করে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলারা গ্রামসভা এবং নির্বাচনে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী গঠন সমাজে ও পরিবারে মহিলাদের অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং তাদের আত্মসম্মানও বৃদ্ধি করে।

iii. **প্রান্তিক মানুষের উন্নতি :** গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে নিজের অর্থনৈতিকও অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চায়, সেই অর্থে এই গোষ্ঠীর কার্যকলাপ দুর্বল এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নতি ঘটায়।

iv. **আর্থিক উন্নতি :** ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অগ্রাধিকার রয়েছে। NABARD-এর 'SHG Bank Linkage' ব্যবস্থা ঋণ প্রাপ্তিকে আরও সহজ করেছে। এই মডেলটি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে 'সহজ ক্ষুদ্র-অর্থায়ন' (Easy micro finance) পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যগণ তাদের একত্রিত অর্থ একটি নির্দিষ্ট আমানতে ব্যাংকে জমা রাখে, এর ফলে তাদের ব্যাংক পরিসেবার খরচ কমে, অর্থ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং সহজ ঋণ প্রাপ্তির পথ সহজ হয়। 2006 সালের NABARD-এর একটি রিপোর্ট অনুসারে ভারতে মোট 2.2 মিলিয়ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) রয়েছে, যার মোট সদস্য সংখ্যা 33 মিলিয়ন, যারা আজ পর্যন্ত 'SHG Bank Linkage' কর্মসূচির অধীনে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়েছে। 2004 সালে এস চক্রবর্তী দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে SHG-এর মতো সংগঠন 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' এর জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার হতে পারে। SHG ব্যাঙ্কিং লিঙ্কেজ প্রোগ্রামটি প্রথম থেকেই ভারতের কিছু রাজ্যে প্রাধান্য পেয়েছে, এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, এবং কর্ণাটকের কথা বলা যায়।

v. **কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস :** এটি ক্ষুদ্র-উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয় ও ব্যক্তিগতকৃত ব্যবসায়িক উদ্যোগকে উৎসাহিত করে।

9.6 অতিক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থান ও অতিক্ষুদ্র ঋণ (Micro Finance and Micro Credit)

অতিক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থান (Micro Finance) বলতে দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র ঋণ দানের মাধ্যমে সম্পত্তি ক্রয়, নব উদ্যোগ স্থাপন ও আর্থিক পরিসেবা প্রদানকে বোঝায়। অতিক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) মূলত অতিক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থানেরই (Micro Finance) অঙ্গ। অতিক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) এমন একটি ঋণ ব্যবস্থা যা মূলত সমাজের সেই সকল মানুষের জন্য বরাদ্দ হয় যাদের আয়ের নির্দিষ্ট স্থির উৎস ও ঋণের গ্রহনের জন্য স্থায়ী জামানতের অভাব রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের প্রধান লক্ষ্য হল এমন গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য মূলধনের যোগান নিশ্চিত করা। অনুন্নত দেশগুলিতে নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন জনগণকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্যই এই ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। 1700 সালে প্রথম আয়ারল্যান্ডে নিম্ন আর্থ-সামাজিক পটভূমির মানুষের জন্য এই ঋণ দানের বন্দোবস্ত করা হয়। তবে 1983 সালে প্রথম প্রতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসের হাত ধরেই ঐ দেশে গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা চালু হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এই ঋণ প্রদানের জন্য একটি অতিক্ষুদ্র ঋণ মডেল তৈরী করে। মুহাম্মদ ইউনূসের ধারনা অনুযায়ী মহিলাদের ঋণের উৎস সরবরাহ করা হলে মহিলারা দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মহিলাদের প্রথম ঋণ দেওয়া হয়েছিল। অতিক্ষুদ্র ঋণের আধুনিক ধারণা গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়।

ভারতবর্ষে অতিক্ষুদ্র ঋণ বলতে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (SHG) এবং বেসরকারি সংস্থার (NGO) মাধ্যমে গ্রামীণ ও আধা-শহরাঞ্চলে দরিদ্র সম্প্রদায়কে ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবাকে প্রদানকে বোঝানো হয়। এই ঋণ দানের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলি সয়ম্ভর করার প্রচেষ্ঠা চালানো হয়। এদেশে গ্রামীণ অঞ্চলে 1 লক্ষ টাকার কম ঋণকেই অতিক্ষুদ্র ঋণ বলা হয়। যে সকল সংস্থা এই ঋণ প্রদান করে তাদের 'অতিক্ষুদ্র ঋনদানকারী সংস্থা'(Micro Credit Institution-MCI) ও 'Micro Finance Institutions (MFIs)' বলা হয়। NABARD-এর 'Self Help Group – Bank Linkage Programme' (SHG-BLP) প্রকল্পের অধীনে ভারতে গ্রামগুলিতে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারগুলিতে অতিক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) এর মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে প্রথম 1992-93 আর্থিক বছরে প্রায় 500টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের দ্বারা ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমান সময়ে এটি বিশ্বের বৃহত্তম অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। গত দুই দশকে ভারতের গ্রামীণ অঞ্চলে অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সময়ে 12.4 কোটি দরিদ্র মানুষের ব্যাঙ্ক আমানতে (ব্যাঙ্ক ও ছোট আর্থিক ব্যাঙ্ক থেকে) অতিক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম অতিক্ষুদ্র ঋণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে যা দরিদ্র পরিবারের জীবন বদলে দিয়েছে। এদেশে মূলত গ্রামীণ ব্যাংক ও এনজিওগুলির মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উন্নত শিক্ষার দানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার উন্নতি, উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা এবং উচ্চ স্বাস্থ্য ব্যয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

9.6.1 ভারতে ক্ষুদ্র ঋণের চরিত্র (The nature of Micro Credit in India) :

i. এই ঋণের পরিমার খুবই অল্প (1 লক্ষ টাকার কম)
ii. ঋণ গ্রহনের জন্য কোনও কিছু বন্দক রাখতে হয় না।
iii. এই ঋণ স্বল্প মেয়াদী।
iv. এই ঋণ মূলত উৎপাদনমূলক উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়।
v. এই ঋণ সহজ শর্তে দেওয়া হয়।
vi. এই ঋণের সুদের হার খুবই কম।
vii. এটি সহজ শর্তে মঞ্জুর করা হয়।
viii. এই ঋণ বাড়ির সন্নিকটস্থ সংস্থা থেকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়।
ix. যেহেতু এই ঋণ কোনও কিছু বন্দক ছাড়া দেওয়া হয়, তাই ঋণ প্রদানের সময় ঋণ গ্রহীতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্ম ক্ষমতা যাচাই করা হয়।

9.6.2 ক্ষুদ্র ঋণ লাভের পদ্ধতি (Methods of getting Micro Credits) :

i. এই ঋণ ব্যবস্থা এতটাই সহজ যে কোনও নির্দিষ্ট চুক্তি ছাড়া ঋণ লাভ করা সম্ভব এবং ঋণ যে কোন সময়ে (ঋণ পরিশোধের সময়ের পূর্বেই) শোধ করা যায়। এইভাবে সুদের পরিমাণ কমে যায় ও প্রয়োজনে পুনরায় তারা ঋণ লাভ করে পারে।

ii. কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী ঋণ দেওয়া হয় ও একটি সঞ্চয় অ্যাকাউন্টে আয়ের একটি অংশ জামানত হিসাবে রাখা হয়। ঋণ পরিশোধ করা হলে, সেভিংস অ্যাকাউন্টে সম্পূর্ণ জামানতকৃত অর্থ পাওয়া যায়।

9.6.3 ভারতে অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের সমস্যা (Problems of Micro Credit in India) : ভারতীয় অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ব্যবস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজের দরিদ্রতম ও পিছিয়ে পড়া অংশগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা । তা সত্ত্বেও, ভারতে অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে । নিম্নে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো :

i. **উচ্চ-সুদের হার :** অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী 'অতিক্ষুদ্র ঋনদানকারী সংস্থা' (Micro Credit Institution-MCI) ও 'Micro Finance Institutions (MFIs)' সংস্থাগুলির সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় অনেক বেশী। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার যেখানে 8-12%, সেখানে ,MCI ও MFI গুলির উচ্চ-সুদের হার 12-30 %। এই কারণে এই দেশে MCI ও MFI গুলির একই আর্থিক সাফল্যের হার নেই বললেই চলে।ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) সম্প্রতি MFI ঋণের জন্য 26% সুদের সীমা অপসারণের ঘোষণা করেছে, তবে তা ফলপ্রসু হয়নি। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির লেনদেনের পরিমাণ সীমিত, তবুও সেই লেনদেনের খরচ গ্রামের মানুষের কাছে উল্লেখযোগ্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে। মেয়াদ শেষে ঋণ পরিশোধের জন্য অত্যধিক চাপ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রঋণের সুদের মাত্রা কোনও কোনও ক্ষেত্রে এতটাই বেশি (30%) যে পরিশোধের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

ii. **অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ :** ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের দুর্বল সদস্যদের তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। সহজে ঋণ পাওয়ার সুবিধা থাকায় তারা অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে ফেলে, যা তারা পড়ে পরিশোধ করতে পারে না, এটি একটি বিশাল সমস্যা। 2008 সালে ভারতে ক্ষুদ্রঋণ সংকট দেখা দিয়েছিল। অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর অভাব এই সমস্যার

মূল কারণ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উপর কোন সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ নেই। জামানত ছাড়া ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় ঋণের ঝুঁকি বাড়ায়।

iii. **বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা :** ভারতে, বেশিরভাগ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) হিসাবে নিবন্ধিত। তাদের ঋণ কার্যক্রমের স্থিতিশীল তহবিলের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর তারা নির্ভরশীল। বেশিরভাগই বেসরকারি ব্যাংকগুলি উচ্চ-সুদের হারে টাকা ধর দেয় নেয় এবং তাদের ঋণের মেয়াদও কম থাকে। ব্যাংকগুলি প্রায়শই তাদের অগ্রাধিকার খাতের ঋণ লক্ষ্য পূরণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে ঋণ দেয়। অতএব, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল, যা এই ঋণ প্রদান ব্যবস্থাকে স্তিমিত করে দেয়।

iv. **আর্থিক সেবা সচেতনতার অভাব :** অন্যান্য সব উন্নয়নশীল এবং দরিদ্র দেশের মতো ভারতে সাক্ষরতার হার খুবই কম, যা গ্রামীণ এলাকায় আরও কম। ফলস্বরূপ, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অধিকাংশই ব্যাংকিং ব্যবস্থার মৌলিক আর্থিক নীতিগুলি সম্পর্কে অবগত নয়। ভারতীয় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব আর্থিক লেনদেনকে জটিল করে তোলে।

v. **নিয়ন্ত্রক উদ্বেগ :** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) বর্তমানে ভারতের ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এদেশে এই ব্যবস্থা এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর পক্ষে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

vi. **স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি :** বর্তমান সময়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলত: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

9.6.4 ভারতে অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনের পদক্ষেপ(Steps to address problems related to Micro Credit in India) : ভারতে অতিক্ষুদ্র ঋণের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং আরও বেশি লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

i. **সুদের হারের স্বচ্ছতা :** MCI ও MFIগুলিকে একক সুদের হার মেনে চলার ও তার সাথে প্রত্যেক ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছে কাছে ঋণ গ্রহনের সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে উপস্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ii. **গ্রামীণ দরিদ্রদের চিহ্নিতকরন :** MCI ও MFIগুলির প্রকৃত গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত ও প্রয়োজনে দরিদ্রতম এলাকায় অতিরিক্ত শাখা খুলে এই পরিসেবা তৃণমূল স্তরে পৌছে দেওয়া উচিত।

iii. **উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার :** MFIsদের অপারেশনাল খরচ কমাতে নতুন প্রযুক্তি, আইটি টুলস এবং অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা উচিত। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে খরচ কমানোর পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের পরিচালন ব্যয় কমাতে উৎসাহিত করা উচিত।

iv. **MFI গ্রাউন্ড স্টাফদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি :** MFI গ্রাউন্ড স্টাফদের কর্মক্ষমতা এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতে পারলে এই ব্যবস্থা আর উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রামীন অকৃষি ক্ষেত্র

(Rural Non-farming sector)

বর্তমান গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষিকার্যের সাথে অকৃষি ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ অ,কৃষি ক্ষেত্র বলতে বোঝায়- কৃষি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ এর সাথে যুক্ত হওয়া। যেমনখনিজ দ্রব্য উত্তোলন , পরিকাঠামোর গঠন, রাস্তা তৈরির কাজ, পরিবহন ব্যবস্থার কাজ, কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি অকৃষি ক্ষেত্রের অন্তর্গত।এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এর বৈশিষ্ট্য, বিস্তার প্রভৃতি স্থান ও বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে পরিবর্তনশীল।গ্রামাঞ্চলে মূলত মরশুমি বেকারত্বের কারণে অসম্প্রসারণ হয়েছে এবং বলা যায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক কৃষি ক্ষেত্রে বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে এই ক্ষেত্র।

ষ্ট্য (Characteristics):

- জনসংখ্যার পরিমাণ: গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, কৃষিক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিবাসীদের অ-কৃষি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হতে হচ্ছে।
- বর্ষব্যাপী কর্মের সুযোগ: গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে সারা বছর কাজের সুযোগ থাকে না। বছরের যে সময় কাজ থাকেনা তখন উপার্জনের উৎস হিসেবে অধিকাংশ গ্রামবাসী অকৃষি ক্ষেত্রকে বেছে নেয়।এর ফলে সময়ের সাথে অ-কৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ কর্মীসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।
- উৎপাদন হার: অ কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার মধ্যেও পার্থক্য হয়। গ্রামাঞ্চলে কম শ্রমিক নির্ভর কার্যক্রম গুলির অন্তর্গত হল - কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প এবং অধিক শ্রমিক নির্ভর কার্যক্রম গুলি হল - গ্রাম সড়ক তৈরি, নদীবাঁধ নির্মাণ, খাল সংস্করণ প্রভৃতি।
- কৃষি ক্ষেত্রের পরিধি: গ্রামীন অতুলনামূলক ক্ষুদ্র কৃষি ক্ষেত্রের কার্যপরিধি-। অর্থাৎ বলা যায় এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের হার -, মালিকানার হার, বাণিজ্যের হার তুলনামূলক ভাবে কম হয়।
- শিক্ষার প্রসার: বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার ক্রমাগত প্রসারের কারণে বহু মানুষ অ-কৃষিক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের জন্য যোগদান করছে। ফলে শিক্ষার বিকাশ অ-কৃষিক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের সহায়ক হয়।

গুরুত্ব (Importance):

গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ-

i. কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

ii. গ্রামীণ অধিবাসীদের নিজ এলাকায় কাজের সুযোগ হয়, যে কারণে শহরমুখী পরিব্রাজনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

iii. গ্রামীণ শিল্প গুলির বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

iv. গ্রামীণ ও শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পায়। যা গ্রাম ও শহরের বৈষম্য হ্রাস করে।

v. গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দারিদ্রতার হার কমতে থাকে ও আয় বৈষম্য হ্রাস পায়।

vi. গ্রামাঞ্চলে অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়।

vii. গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার প্রসার ঘটে।ফলে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়।

viii. গ্রামীণ এলাকার স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়।

ix. কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রম শক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্ভব হয়, যা গ্রামীণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

x. অ-কৃষি ক্ষেত্রের প্রসারের ফলে গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস পায় এবং মহিলাদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

ত্রুটি (Disadvantage

ক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit)

সমাজের সকল স্তরের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অতি অল্প পরিমাণে ঋণ প্রদান করা হলে তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র ঋণ। মূলত গ্রামাঞ্চলে এবং শহরের প্রান্তীয় এলাকায় যে সমস্ত পরিবারের আয় সাধারণত কম তাদের ক্ষেত্রে অতি স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। যে সকল সংস্থাগুলি এই ঋণ প্রদান ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকে, তাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা বলা হয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং দরিদ্র পরিবারগুলি যাদের ঋণ গ্রহণের কোনো যোগ্যতা বা সুযোগ কম থাকে, তাদের বিভিন্ন উৎপাদন মূলক কাজের সাথে যুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়।

1997 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত সম্মেলন আয়োজিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে- যেসব দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের কর্ম নিযুক্তির নিশ্চয়তা কম এবং বন্ধক দেওয়ার জন্য সম্পত্তির অভাব রয়েছে, তাদেরকে এই ঋণ প্রদান ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এই ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল-

- এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে খুব কম পরিমাণ অর্থের ঋণ প্রদান করা হয়।
- এই ব্যবস্থায় যেহেতু দরিদ্র পরিবারদের ঋণ প্রদান করা হয়, সেই কারণে সুদের হার তুলনামূলক কম হয়।
- সাধারণত উৎপাদন মূলক কাজের ক্ষেত্রে এই ঋণ প্রদান করা হয়।
- এই ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত গুলি সাধারণত সরল প্রকৃতির হয়।

- এই ব্যবস্থায় যুক্ত সংস্থা গুলি ঋণগ্রহীতাদের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত হ
- এই ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণকারী পরিবারগুলিকে কোন সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে রা হয় না।

গ্রামীণ ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করেছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতি মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে এই ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করেন। 1974 সালে দুর্ভি সময় বাংলাদেশে যে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই সময় মহাম্মদ ই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভাবে দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের মহাজনের উচ্চ সুদের হার থেকে রক্ষা ক স্বার্থে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেন।পরবর্তীকালে তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক একত্রিত হয়ে গ্রামীণ ব্যাংক করেন এবং কম সুদের হারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। 2016 থেকে 2017 সা পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা প্রা মিলিয়ন এর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রায় 95 শতাংশই ছিল মহিলা। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গ্র ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসর সংস্থাগুলো অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে।

□ শ্রেণীবিভাগ

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার কয়েকটি ধরন লক্ষ্য করা যায়। যথা-

राष्ट्रीय कृषि और
ग्रामीण विकास बैंक
(नाबार्ड)
NATIONAL BANK FOR
AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT
NABARD

➢ একক ব্যক্তিকে প্রদত্ত ঋণ: এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ এককভাবে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ওই এককভাবে দায়বদ্ধ থাকে।

- গোষ্ঠীকে প্রদত্ত ঋণ: বিভিন্ন কাজের জন্য গড়ে ওঠা ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ওই গোষ্ঠীর সকল সদস্য দায়বদ্ধ থাকে।

গুরুত্ব

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে গ্রামীণ এলাকার আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। যেমন-

- গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ, প্রাথমিকভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের উৎপাদন মূলক কাজে যুক্ত করা এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং এর ফলে গ্রামীণ বেকারত্বের হারও বহুঅংশে হ্রাস পায়।
- ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মরত এবং বেকার উভয়ই ঋণ পাওয়ার ফলে, গ্রামাঞ্চলে খামার এবং খামার বহির্ভূত উভয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটে এবং এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।
- গ্রামাঞ্চলে সকল পরিবারগুলির কাছে বাঙ্কিং সুবিধা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেয় ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা।
- এই ব্যবস্থা গ্রামীণ এলাকার মানুষদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন মূলক কাজে যুক্ত করে গ্রামীণ বেকারত্বের হার কমায় এবং শহরমুখী পরিব্রাজন কম করে গ্রামীণ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।
- অতি ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার পক্ষে আদর্শ অবস্থা তৈরি করে।
- গ্রামাঞ্চলের সকল পরিবারকে আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত করতে সাহায্য করে এই ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা।এছাড়াও বিভিন্ন নকল প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবগত করে এই ব্যবস্থা।
- গ্রামীণ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস করে এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্য হ্রাস করতেও সাহায্য করে।

সমালোচনা

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

- স্বল্প মেয়াদে ঋণ পরিশোধের শর্ত যুক্ত থাকার কারণে বহু ঋণগ্রহীতা সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। ফলে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে।
- ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হলেও,বাস্তবে কোন কোন গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি।
- বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঋণগ্রহণ ব্যবস্থাটি পূর্বের তুলনায় কিছুটা জটিল হয়েছে।
- ঋণখেলাপিদের পরিমাণ কোন কোন গ্রামীণ এলাকায় তুলনামূলক বেশি।
- ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থায় যেহেতু স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয়,সেই কারণে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি পরিচালনা বাবদ যা ব্যয় হয় তা অধিকাংশ সময় ব্যাঙ্কগুলির আয়ের তুলনায় বেশি হয়।
- এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন মূলক কাজের জন্যই অধিকাংশ পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়। তবে বাস্তবে বহু পরিবারের অন্যান্য কাজেও (যেমন- ভোগের প্রয়োজনে ঋণ, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ঋণ প্রভৃতি) অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে অতি ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বহু গ্রাম অঞ্চলের মানুষদের আর্থিক স্বনির্ভরতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গ্রামীণ উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করতে সাহায্য করছে।

DAY-NRLM (দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন) এর উদ্দেশ্যগুলি এখানে দেওয়া হল :

1. **দারিদ্র্য হ্রাস:**
   গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য বৈচিত্র্যময় এবং লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান, দক্ষ মজুরি কর্মসংস্থান এবং টেকসই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করা।
2. **সামাজিক সংহতি এবং প্রতিষ্ঠান গঠন:**
   গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলিকে কার্যকর স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (SHG) এবং ফেডারেশনে একত্রিত করা, যাতে তারা আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা পরিষেবা পেতে সক্ষম হয়।
3. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি:**
   গ্রামীণ দরিদ্রদের সাশ্রয়ী মূল্যে এবং পর্যাপ্ত ঋণ, সঞ্চয়, বীমা এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা।
4. **জীবিকা নির্বাহ:**
   কৃষি ও অ-কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই টেকসই জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি করে গ্রামীণ দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি করা।
5. **অংশীদারিত্ব:**
   জীবিকা উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত ও পেশাদার সহায়তা প্রদানের জন্য এনজিও, সম্প্রদায়-ভিত্তিক সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব করা।
6. **দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান:**
   DDU-GKY (দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা) এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ পরিষেবা প্রদান করা।
7. **ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা:**
   সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ, যেমন তফসিলি জাতি, উপজাতি, মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।
8. **সমন্বয়:**
   সামগ্রিক উন্নয়ন এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সরকারি কর্মসূচি এবং প্রকল্পের সাথে সমন্বয় নিশ্চিত করা।

আবাস যোজনা (PMYA) , যা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) নামেও পরিচিত , ২০১৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক চালু করা একটি প্রধান উদ্যোগ, যার লক্ষ্য সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রদান করা। যদিও PMAY-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল গ্রামীণ ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর (EWS), নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠী (LIG) এবং মধ্যম-আয়ের গোষ্ঠী (MIG) জন্য আবাসন প্রদান করা, তবুও এই কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামীণ জনসংখ্যাকেও লক্ষ্য করে, যা গ্রামীণ উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

গ্রামীণ উন্নয়নে PMAY-এর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া হল:

১. গ্রামীণ এলাকায় PMAY-এর উদ্দেশ্য

গ্রামীণ এলাকায় PMAY-G (গ্রামীণ) নামে পরিচিত PMAY-এর মূল লক্ষ্য হল সমস্ত গৃহহীন পরিবার এবং কাঁচা (অস্থায়ী) বাড়িতে বসবাসকারীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রদান করা । এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল বাড়ি নির্মাণ বা আপগ্রেড করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

২. আর্থিক সহায়তা

PMAY-G এর অধীনে, সরকার সুবিধাভোগীদের স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ এবং জলের মতো মৌলিক সুবিধা সহ পাকা (স্থায়ী) বাড়ি তৈরির জন্য ভর্তুকি প্রদান করে। অঞ্চলের উপর নির্ভর করে আর্থিক সহায়তা পরিবর্তিত হয়:

সমতল এলাকায় নির্মাণের জন্য ১.২০ লক্ষ টাকা

পাহাড়ি এবং দুর্গম এলাকায় নির্মাণের জন্য ১.৩০ লক্ষ টাকা

উপরন্তু, সুবিধাভোগীরা শৌচাগার নির্মাণ এবং রাস্তাঘাট, নিষ্কাশন এবং জল সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সহায়তা পান।

৩. যোগ্যতার মানদণ্ড

PMAY-G এর জন্য যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে:

গ্রামাঞ্চলে গৃহহীন অথবা কাঁচা ঘরে বসবাসকারী পরিবার

তফসিলি জাতি (এসসি) , তফসিলি উপজাতি (এসটি) , এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি), সেইসাথে মহিলা-প্রধান পরিবার এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।

সুবিধাভোগী পরিবারের ভারতের কোনও অংশে পাকা বাড়ি থাকা উচিত নয়।

৪. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের (MoRD) মাধ্যমে PMAY-G বাস্তবায়িত হয় । বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে:

সুবিধাভোগীদের সনাক্তকরণ : স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জরিপের মাধ্যমে যোগ্য সুবিধাভোগীদের মূল্যায়ন এবং সনাক্ত করে।

তহবিল মুক্তি : সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার পর, কিস্তিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ঘর নির্মাণ : সুবিধাভোগীরা হয় নিজেরাই ঘর নির্মাণ করতে পারেন অথবা স্থানীয় ঠিকাদারদের কাছ থেকে সহায়তা নিতে পারেন, স্থানীয় উপকরণ এবং শ্রম ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে।

৫. গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন

পিএমএওয়াই-জি গ্রামীণ উন্নয়নে অবদান রাখে:

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : এই কর্মসূচি স্থানীয় শ্রম ও উপকরণের ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, যার ফলে নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : পানি, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুতের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপর জোর দিয়ে, এই কর্মসূচি গ্রামীণ অবকাঠামোকেও উন্নত করে।

সামাজিক ন্যায়বিচার বৃদ্ধি : লক্ষ্যবস্তু পদ্ধতি নিশ্চিত করে যে প্রান্তিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে নারী এবং দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের আবাসন সুবিধার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

৬. পিএমএওয়াই এবং নারী ক্ষমতায়ন

পিএমএওয়াই-এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়া । এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে (যদি থাকে) বাড়ি নিবন্ধিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যার ফলে পরিবারের মধ্যে মহিলাদের মালিকানা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. গ্রামীণ উন্নয়নের উপর প্রভাব

এই কর্মসূচি গ্রামীণ উন্নয়নের উপর উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

গৃহহীনতা হ্রাস : স্থায়ী আবাসন প্রদানের মাধ্যমে, পিএমএওয়াই-জি গ্রামীণ গৃহহীনতা দূর করে।

উন্নত জীবনযাত্রার মান : সুবিধাভোগীরা উন্নত জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করে, যথাযথ স্যানিটেশন এবং নিরাপদ আবাসনের সুযোগ পায়।

স্থানীয় অর্থনীতির চাঙ্গাকরণ : নির্মাণ সামগ্রী, শ্রম এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করে।

৮. চ্যালেঞ্জ এবং এগিয়ে যাওয়ার পথ

সাফল্য সত্ত্বেও, পিএমএওয়াই প্রোগ্রামটি তহবিল বিতরণে বিলম্ব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথ তদারকির সমস্যাগুলির মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ভবিষ্যতের পথটি হল:

উন্নত বাস্তবায়ন : সময়মত ডেলিভারি এবং মানসম্পন্ন নির্মাণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

আরও লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানো : প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো।

স্থায়িত্ব : নির্মিত বাড়িগুলি কেবল সাশ্রয়ী মূল্যেরই নয়, বরং শক্তি-সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই তা নিশ্চিত করা।

পরিশেষে, PMAY-G গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে আবাসন পরিস্থিতির উন্নতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারত ২০২২ সালের মধ্যে "সকলের জন্য আবাসন" লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, PMAY প্রোগ্রাম গ্রামীণ উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে থাকবে।

ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (ICDS) প্রোগ্রামটি ভারতের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ যার লক্ষ্য গ্রামীণ ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা। এটি ১৯৭৫ সালে নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক দ্বারা চালু করা হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ উন্নত করা, অপুষ্টি হ্রাস করা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

আইসিডিএসের মূল উদ্দেশ্য:

শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : এই কর্মসূচির লক্ষ্য ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, যার ফলে অপুষ্টি, স্থবির বৃদ্ধি এবং সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়।

শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা : আইসিডিএস অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞানীয় এবং মানসিক বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

মাতৃস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি : এটি গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের সুস্থ গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদান নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টিকর পরিপূরক সরবরাহ করে।

স্বাস্থ্য ও টিকাদান : এই কর্মসূচিতে টিকাদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং রেফারেল পরিষেবা সহ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা প্রদান করা হয়।

সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন : এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের দিকে কাজ করে।

আইসিডিএস প্রোগ্রামের মূল উপাদান:

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র (AWCs) : এগুলি হল ICDS কর্মসূচির মেরুদণ্ড। এগুলি পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো সমস্ত পরিষেবার সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা, যারা সাধারণত স্থানীয় মহিলা, তারা এই কেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য দায়ী।

সম্পূরক পুষ্টি : অপুষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় শিশু, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের সম্পূরক পুষ্টি সরবরাহ করা হয়।

টিকাদান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা : স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান অভিযান এবং ভিটামিন এ, আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট বিতরণও করা হয়।

শৈশবকালীন শিক্ষা (ECE) : ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা প্রদান করা হয় যার লক্ষ্য তাদের আনুষ্ঠানিক স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা।

বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ : শিশুদের বিকাশ এবং পুষ্টির অবস্থা মূল্যায়নের জন্য বৃদ্ধি চার্ট এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়।

আইসিডিএস এর প্রভাব:

শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি : আইসিডিএস কর্মসূচি শিশুদের অপুষ্টির হার হ্রাস এবং জন্মের ওজন এবং টিকাদানের মতো সামগ্রিক স্বাস্থ্য সূচকগুলির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিশু মৃত্যুর হার (IMR) হ্রাস : উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান প্রদানের মাধ্যমে, এই কর্মসূচি শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে অবদান রেখেছে।

উন্নত সাক্ষরতার হার : আইসিডিএসের প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান সাক্ষরতার হার উন্নত করতে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের মধ্যে।

নারীর ক্ষমতায়ন : স্থানীয় নারীদের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে সম্পৃক্ত করে, এই কর্মসূচি কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নের সুযোগ প্রদান করেছে, একই সাথে নারীর স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।

সামগ্রিক উন্নয়ন : স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের প্রতি আইসিডিএসের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ এলাকায় শিশু এবং মায়েদের জন্য আরও সুষম উন্নয়ন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেছে।

চ্যালেঞ্জ এবং উন্নতির ক্ষেত্র:

সাফল্য সত্ত্বেও, আইসিডিএস প্রোগ্রামটি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যেমন:

অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো : অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অস্থায়ী বা নিম্নমানের ভবন থেকে পরিচালিত হয়, যা পরিষেবার মানকে প্রভাবিত করে।

মানবসম্পদ সমস্যা : অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রায়শই কম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের বেতন কম থাকে, যা কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

কভারেজের ঘাটতি : কিছু প্রত্যন্ত বা দুর্গম এলাকায়, লজিস্টিক চ্যালেঞ্জের কারণে আইসিডিএস পরিষেবাগুলির নাগাল সীমিত।

সম্পূরক পুষ্টির মান : প্রদত্ত সম্পূরক পুষ্টি প্রায়শই নিম্নমানের হয় এবং শিশু এবং মায়েদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত হয় না।

সচেতনতা এবং প্রচার : অনেক সম্প্রদায়, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, উপলব্ধ পরিষেবা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন নয়, যার ফলে কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততা সীমিত হয়ে পড়ে।

উপসংহার:

ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (ICDS) প্রোগ্রাম গ্রামীণ এলাকার শিশু, মহিলা এবং পরিবারের সুস্থতার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, বিশেষ করে পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবে, এর পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের জন্য, অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং পারিশ্রমিক উন্নত করা এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় আরও ভাল কভারেজ নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। পুষ্টি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবাকে একত্রিত করে এই প্রোগ্রামের সামগ্রিক পদ্ধতি ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।